মরুপলাশ এর বিশেষ প্রকাশনা

সময়ের আইকন

জুলাই-২০০৫ইং

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪১২বাঙলা।

মরুপলাশ এর বিশেষ প্রকাশনা যা ঋতু-প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধন রেখেই প্রকাশিত হয়। মরুপলাশ এ নিয়মিত লেখেন এমন সব লেখক ও অঙ্কন শিল্পীগন মিলেই এর নামকরণ করেছেন। বিশেষ করে এর নামকরণ এবং একটি বিশেষ ভঙ্গিতে প্রতিটি আইকনের প্রচ্ছদ এঁকে যে তরুণ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন, তিনি চারু বিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রীধারী এবং এক অপরিনামদর্শী তরুণ কবি ও শিল্পী বদরুল আলম রতন।

জুলাই ২০০৫ইং এ এসে মরুপলাশ ১৮ বছরে পদার্পণ করেছে। এমনি এক বিশেষ দিনে কবি ও শিল্পী বদরুল আলম রতন তার সমস্ত মেধা মনণ এর মিশ্রণে সৃষ্ঠি করেছেন মরুপলাশ ওয়েবের জন্যে এক নতুন মনোরম ডিজাইন। এজন্য তাকে জানাচ্ছি মরুপলাশ এর পক্ষ থেকে বর্ষাদিনের কাদাজলের সুখময় শুভেচ্ছা। তেমনি শুভেচ্ছা থাকলো কবি শফিক আলম মেহেদীকে। তিনি মরুপলাশ এর জন্ম লগ্ন থেকেই লিখে আসছেন। প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনে একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হয়েও তিনি কাব্য প্রেমিকার কাছ থেকে দুরে থাকতে পারেননি। মাঝে মধ্যেই তিনি মরুপলাশকে তাঁর কবিতার অলংকারে অলংকৃত করে থাকেন। তাই এবারের বর্ষন দিনেও তিনি নীরব থাকতে পারেননি। বিশেষ করে এমনি দিনেই প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে কবিদের হৃদয় মনও জেগে ওঠে। যেমন আমাদের কবিগুরু বলেছেন- এমন দিনে তারে বলা যায়....এমন ঘণঘোর বরিষায়.....

অতীতে আমরা আরো কয়েকটি আইকন প্রকাশ করেছি। এবারের আইকনটি নবাগত বর্ষা প্রকৃতির উপর রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও এখানকার লেখক মানে মরুভুমির কবিগনতো বর্ষা মনেপ্রাণে অনুভব করেন মাত্র। এখানে বর্ষা বাস্তবে পাওয়ার কোন উপায় নেই। যদিও বাংলাদেশের শহর নগর বন্দর গাঁও-গেরাম বর্তমানে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে টইটুম্বুর। তারপরও এখানকার কবিদের কলমের তুলি কখনও কখনও বিষয়-বৈচিত্র ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে হবে। বিশেষ করে এ সংখ্যার কবিদের লেখা পড়ে তাই মনে হয়েছে।

তাই ইন্টারনেটের সম্মানিত বিশাল পাঠকদের কাছে উক্ত লেখা এবং প্রকাশনার উপর দৃষ্টিপাত রেখে আলোচনা - সমালোচনা আহ্বান করছি। পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে আপনি এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। শুধু বাঙলা ভাষা জানা থাকলেই হলো। কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে আমাদের আগামী 'সময়ের আইকন' শরৎ বিষয়ক সংখ্যায় সঙ্গী হলে আমরা অনুপ্রাণিত হবো। আপনাদের আমরা পথের সাথী হিসেবে পাওয়ার সুখে আমাদের হৃদয় মন শ্রাবণের বারিধারায় ধুয়ে মুছে পবিত্র হবে। বর্ষাভেজা কবিতার রাজ্যে সবাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বৃষ্টিস্নাত কদম ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ / রুপসী চাঁদপুর
রিয়াদ, সউদী আরব।
১জুলাই-২০০৫ইং
আষাঢ়-১৪১২বাঙলা

মরুপলাশ এর বিশেষ প্রকাশনা এবারের বৃষ্টিভেজা আইকন এ যে সকল সম্মানিত কবিগন অংশগ্রহন করেছেনঃ কবি শফিক আলম মেহেদী, ফিরোজ খান, তাহের ম. শায়েখ, মনজুরুল আজিম পলাশ, বদরুল আলম রতন, ইদ্রিস আলী মেহেদী, মহুয়া মল্লিক রায়, সেলিনা জাহান সাথী , দেওয়ান আবদুল বাসেত ।

কবি শফিক আলম মেহেদীর বর্ষা বিষয়ক কবিতা

(১)
শ্রাবণের ধারাপাতে

কবিতার গৃহত্যাগে যতো পারে কাঁদুক জোছনা
অনাদি উৎসে ফিরে যাক অবেলার প্রণয়িনী
আদিম শোকের ছায়া দীর্ঘতম হোক
উপেক্ষার নোনাজলে ভেসে যাক অপেক্ষার এ শহর
ছেয়ে যাক ফুল্লভোর গোধূলির করুণ আভায়
নামুক নিবিড় কালঘুম দৃষ্টির দিগন্ত জুড়ে
শ্রাবণের ধারাপাতে কাঁদুক হৃদয় স্বপ্নময় বেদনায়
তবু আমি ছোঁবো না কখনো প্রতারক প্রণয় পালক!

(২)
সেই স্বপ্ন নেই

স্বপ্নভঙ্গের জন্যে এখন আমার বেদনাবোধ নেই
সুবর্ণ স্বপ্নমুদ্রা দিয়ে একদিন
আমাকে ছিন্ন করে রেখেছিলে
জল ও মৃত্তিকা থেকে।
মেঘের আল্পনায় কখনো সূর্য যেমন
প্রচ্ছন্নে লুকোয় তার অগ্নিদগ্ধ মুখ
তুমিও তেমনি মনকাড়া ভঙ্গিতে
আমাকে দেখতে দাওনি তোমার
অশিল্পস্বরুপ।
বুকে নিয়ে তিক্ত সুধা
পাতার প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠে
সবুজ আমলকি।

কবি ফিরোজ খান এর বর্ষণ দিনের কবিতা

(১)

কাগজে কবিতার নাও

এমন বর্ষন দিনে এসো
আকাশে ভাসিয়ে দেই বিবাগি এ মন
কাগজে কবিতার নাও গড়ে
ওপাড়ে পাঠিয়ে দেই সিক্ত জুঁইমালা
মেঘের মিনারে ফুটুক
পংতির বর্ণালি প্রভা।

কোন সে নেশায় আজ
আমাকে টানে তবু জমিনের
অন্ধ ভালবাসা
এ কোন মায়ায় আমি
বেধেঁছি ঘর এই বিশ্ব চরাচরে
নিত্যের দুয়ারে সাজাই
অকারণে খেলনা বাসর
আমার অনুভব তবু বর্ষন রাতে
পথভোলা পথিকের মত
কেন যে অনিত্যের সন্ধানে ঘুরে
ফেরারি হয়ে
পার হয় অনুভবে কত যে বন্দর(!)

হায়রে বাউল মন
এ কিসের তাড়নায় তুমি
জমিনে বসবাস করেও
আকাশের নীলিমায় বাঁধো
দুরাশার নিত্য খেলাঘর।

২৮ জুন ২০০৫ইং
রিয়াদ,সৌদিআরব।

(২)

এই মেঘ আর বিদ্যুতের উঠানে বসে

এখানেও বর্ষা আসে বর্ষন বিদ্যুতে ভরা
বালুকার শীর্ণ নদী চপলা কিশোরীর মত
ফুসে ওঠে জোয়ারের আসকারা পেয়ে
মাটির মমতার কোলে
অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে বৃক্ষ শিশু
শহরের বাগিচায় ফুটে উঠে কেতকি-কেয়া
রুগ্ন বেলকুড়ি চোখ মেলে তাকায়
তাতানো রোদের উঠোন জুড়ে

প্রকৃতির মায়া গলে গলে
পাতায় পাতায়
মাধবিলতার গায়ে ঢেকে রাখা কুৎসিত
কার্বনের গায়
বৃষ্টি পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায়
স্নিগ্ধ শ্যামল হয়
বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়া শিরিষের শাখা
যুবতি বৃক্ষরাজি ফলবতি হয়ে উঠে
মেঘের শীতল ছোঁয়ায়।

শুধু শরীর ভেদ করে বৃষ্টির মায়া
স্পর্শ করে না মানুষের হৃদপিন্ডের মরুভূমি
মানুষই হতে পারে না প্রকৃতির মত কোমল কিছুটা সময়

এই মেঘ আর বিদ্যুতের উঠোনে বসে
আমার প্রার্থনা লিখে পাঠাই
শুভ্রমেঘের পাতায়-
প্রভু, যদি আমাদের পাল্টে দাও
ঋতুর মত-
আমারও-
ফুল ও ফসলের মতো হতে চাই
বসন্ত - বর্ষায়।

২১ জুন ২০০৫ইং
রিয়াদ,সৌদিআরব।

কবি তাহের ম. শায়েখ

দৈন্যতা

(১)

অ-কৃত্রিম কোনটা মেকি হঠাৎ বুঝে উঠা ধায়?
আবাল-বৃদ্ধা-রমনীর কথপোকথন,
তাহাদের প্রণয়, বিস্ময়; নৈঃশব্দরৌদ্র-স্নান,

মাতলামী, যান্ত্রিক দ্যোতনা
নিয়ম নান্দনিক;
এ্যাকশিয়া সটান আকাশমুখী ঝোপ ঝাড়
মাইন্য'র প্রবাহন সুরেলা কলতান
এবং এমন কি রাজহাঁস
দোল খেতে খেতে চলা অশংকিত আনন্দ-শোভন ।
আমি ভাবি ঢাকা'য় স্বাভাবিক মৃত্যু'র কথা।

(২)

শাপলা আজ কাঁদে প্রাণে

রূপ কথার গল্প আজ শুধু আমাদের সোনালী ইতিহাস
শাপলা আজ কাঁদে প্রাণে !
হায়! রক্ত সিক্ত পতাকা কুটিলের হাতে
উড়ে ঘৃনার দাহে, শত মতে শত পথে
বিভ্রান্ত বাংলাদেশে অ-আরাম এই যে বসবাস
অ-নিরাপদ জনপদ,এই যে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক ভ্রম
অসুষ্ঠ জাতীয় উন্নয়ন নীতি, অসৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদের শ্রাদ্ধ
রক্ত-ঘামে-শ্রমে
দুঃচিন্তায়, অবসাদে, বিষন্নতায় অনিরাপদ নগর ও গ্রামে
বাংলার শংকিত মুখের সারি
ক্রমশ সংকুচিত অবাদি জমি
মরু-গন্ধময় বনভূমি
দুষিত জল ভাঙ্গানের সুরে বিপন্ন ধলেশ্বরী
শ্রীহীন-শীর্ণকায় বিপন্ন আমরা
অথচ দেখ দরদী নেতা নেত্রীদের
চকেচকে মসৃন নিশ্চিন্ত আয়েশের মেদুল লাবণ্য,
শত্রু আমরা-ই পরস্পরে
মিছিলে, মিটিংয়ে, সংসদে, ঘরে বাহিরে
হেনস্ত, বিপথগামী সন্তানের সমান্তরাল বেশ্যা পুলিশ
যারা সব আচল নখরে খুড়ে
তাছাড়া র‍্যাব ... ইত্যাদির তো উৎসব
কেছো মারার... হায়ানারা হপিস

বড় দুঃসময় ইদানিং

বৈশাখে'র কসম
ফিরে আয়
ফাগুনে'র কসম
ফিরে আয়
বাংলার বারো মাসে

ফিরে আয় বইমেলায়, বটতলায়,
ঈদে উৎসবে ফিরে আয়
ফিরে আয় তীর্থে
ফিরে আয় এই ভালোবাসার নামে

অতএব ফিরে আয়
২১শে ফিরে আয়- শহীদ মিনারের কসম
২৬ শে ফিরে আয়- স্মৃতি সৌধের কসম
১৬ ই ফিরে আয়- বিজয় দিনের কসম
কসম ৭১' র, ৩০ লক্ষ শহীদের,

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী'র
শাপলা, দোয়েলে'র কসম
ঘাস ফুল, শিশিরের কসম
রবীন্দ্র, নজরুল, মাওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু'র কসম
ফিরে আয় হে শান্তি, হে স্বস্তি
এই দেখ টকটকে লাল গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছি !

বৃষ্টি ও বেলফাস্টের গল্প

মনজুরুল আজিম পলাশ

বেলফাস্টে কি সেদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল ?
বৃষ্টি একা, খুব একা
বেলফাষ্টের চারদিকে জল
বেলফাষ্টও একা, আলাদা।
বেলফাষ্টে বৃষ্টি এল
বৃষ্টি একা, বেলফাষ্টও একা।
একদিন ঠিকই বৃষ্টি ও বেলফাস্ট এক হয়ে গেল
তারপর আবার আলাদা
বৃষ্টি বেলফাষ্টকে ভালোবাসতে চাইলো
একা না হলে কি ভালোবাসা যায় ?

পাব থেকে বের হলে একজন আইরিশ
বেলফাষ্টকে ভিজিয়ে দিল বিয়ার ঢেলে
বৃষ্টি আবার ভিজিয়ে দিল নিজেকে
তারপর একটি লাল ওড়না দিয়ে
ঢাকলো নিজের মুখ, চোখ নয়।

বৃষ্টির দৃষ্টি তখন সরাসরি ছিল
অনেক কালো, গভীর, প্রসারিত...
বেলফাস্ট প্রায়ই বৃষ্টিকে ডাকে, ভালোবাসে, চুমু খায়
বৃষ্টিও মানা করে না
কেবল লজ্জা পায়, লজ্জায় লজ্জায় অপেক্ষমান থাকে চুমুর জন্য।

বৃষ্টি খুব ভালো
বৃষ্টি অপেক্ষা করতে জানে
বৃষ্টির পকেটে অনেক প্রাপ্তি জমা হয়
বৃষ্টি খুব বেশি দিতে জানে
বৃষ্টির অনেক আছে।

একদিন
সাগরের পার দিয়ে উঁচু নীচু রহস্যময় গন্তব্যে
সবুজ হলুদ খয়েরী শীতলাগা গাছগুলি পাশে রেখে
চুল উড়তে থাকা লং ড্রাইভের সম্মোহন

বৃষ্টি আসতে থাকে,,,
বৃষ্টি তুলে নেয় বেলফাস্টকে
বৃষ্টি কেবল নিজেকে দেখতে থাকে
বৃষ্টি আবিস্কৃত হয়ে যায় সম্পূর্ণ।

বৃষ্টি আবার নিজস্ব নিয়মে একা হয়ে পড়ে
বেলফাস্টও একা
বৃষ্টি ও বেলফাস্ট পরস্পরকে ভালোবাসতে থাকে
কেবল ভালোলাগা
কেবল ভালোবাসা
নিস্পাপ, নির্লোভ, নির্মোহ ভালোবাসার
গল্প শুরু হয়।
চুমুর স্মৃতিতে চুমু খেতে খেতে
বৃষ্টি ঘুমিয়ে পরে
বেলফাস্ট জেগে থাকে বিদ-রাত।

বৃষ্টি ও বেলফাস্টের গল্প কি কখনো শেষ হয় ?

সুন্দরের মোহজালে

বদরুল আলম রতন

আমার যাযাবর প্রেম
তোমার মোহিনী সুর নিয়ে
বৈশাখী ঝড়ো বাতাসে চড়ে
উড়ন্ত শকুনের পালক ডানা
ভাঙ্গো এখন সারাক্ষণ
যেন শৈশবের বুড়ো বট গাছের ডালপালা
ভেঙ্গে পড়া, হুতুম পেঁচার লেজ ধরে
দুষ্ট কিশোরে টানাটানি খেলা।

যুবতী টিয়ের ঠোঁট থেকে
আষাঢ়ী ভর দুপুরের বাদলে
রাঙা জাম ছিনিয়ে নিলো
রাক্ষুসী দাঁড় কাক -
অথচ পাশের ডালের
কুচ্‌কুচে ফিঙেটা
নিমিষেই মৈত্রী ভেঙ্গে
উড়ে গেলো -
বর্ণবাদ সভ্যতার
ভুল টানে।

তোমার জন্য একটা কথা

সেলিনা জাহান সাথী

(১)

কেমন আছো বললেই–
অভ্যেস কিংবা সৌজন্য বশত বলতেই হয়
ভালো
আসলে কি জানো,
আসল কথাটা আজ তোমাকে বলেই ফেলি
নক্ষত্ররা কখনো ভালো থাকে না
কখনো সখনো ফূর্তি কিংবা আমোদে থাকে হয়তো
দুপাটি দাঁত বের করে খুব একচোট হাসে
কিন্তু
বৃষ্টি জলে ধুয়ে যাবার শংকা জড়ানো
জলরং সেই হাসি
অস্তিত্বের প্রশ্নে বড়ো ম্রিয়মান
তাই বলে রাখি, আর কাউকে নয়
শুধু তোমাকে–
নক্ষত্রের নামে ডেকে, কেমন আছো বললেই
সৌজন্য কিংবা অভ্যেসের আবর্তে
যদি বলেই ফেলি, 'ভালো'
জেনো ভুল বলেছি।

(২)

উজান

শিবপুরের শালুক বিলের পাড় ছেড়ে
অবুঝ অশান্ত মনটাকে
টেনে হিঁচড়ে বেঁধে দিলে
চার দেয়ালের অন্ত:পুরে
এবার তার তাল সামলাও।

ঘরের আশায় আকাশ ছেড়েছ
আকাশ তোমায় পর করেনি
তুমিই কেবল সুখের ভানে
দিনে দিনে অসুখ নিলে
এবার তার পথ্য জোটাও।

পূর্ণিমা চাঁদ কপালে কেড়েছে
তবু জড়িয়ে বুকে সুলভ আধার
নিত্য তোমার রাত্রি যাপন
বেহিসেবে বাড়লো বোঝা দেনার ভার
শুণ্য হাতে এবার তার হিসাব মিলাও।

ঘেরাটোপ

মহুয়া মল্লিক রায়

(১)

ওরা দিগন্ত খুলে নিয়ে আসে
হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর ধ্বংস-বলয়।
আমাদের আকাশ বসন্তের
চালচিত্র আরশী নগর ছেড়ে
দ্রুতগামী মোহময় সময় কুহক

তৃতীয় নয়ন মেলে
স্বৈরিণী হাওয়া প্রকোষ্ঠে
বেড়ে ওঠে নিরাপত্তার সিডলিঙ।

(২)

সেই মোমবাতি কে

মোমের মেয়ে
গিলছে অতর্কিতে মেহনতী ফাৎনা
বিপন্ন কমলার রসে
জারিত করেছ প্রেমের ব্যবচ্ছেদ
অতন্দ্র ক্রোধ আর অনৃত ভাষিণীর
নির্লিপ্ত আঙুল
গসি ঠোটে যেভাবে নামায়
লবনাক্ত নদী ফোঁটা
তুমিও তো ততটাই করেছ মিথ্যাচার
রোদ্দুর ছুঁতে চেয়ে বারবার
অস্পৃশ্য ছায়ায় রেখেছ
পূণ্যতোয়ার কনক সুধা

আমরা বসিনি মুখোমুখি
পলেস্তরা খসা আঙিনায়
সাঁকো ছুঁয়ে জল রঙ
আয়োজন করে আজ তাই পরাজয়।

মোম মোম আলোভাস
তোমারই জন্য নিবেদিত
অস্নাত এই পদ্মরাগ।

উজ্জ্বল পথিকৃৎ

(ড. এ-কে আব্দুল মোমেন শ্রদ্ধাস্পদেষু)

ইদ্রিস আলী মেহেদী

(১)

পৃথিবী এখন ধুসর বর্ণমুখী
সূর্যরশ্মি ডুবে বারুদের বিকিরণে
বায়ুরাজ্যে ভাসে তেজষ্ক্রিয়া তার
নির্মল প্রকৃতি হতবাক অহেতুক ধ্বংসের কোলাহলে;
এমন দুঃসময়ে পথিকৃৎ ছিলে তুমি
নিস্প্রদীপ লোকালয়ে জ্বালিয়ে মশাল
আলো দিলে ঢেলে মানুষের মনোদেহে।

এখন আমাদের ফেলে
কোন মোহাবন্ধে চলেছো মহান- 'হে অমৃতের সন্তান'
পেয়েছো কি সন্ধান অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন কোন জনপদ?
তোমার হৃদয়ালোকে খুঁড়ে খুঁজে পাবে যারা
লয়প্রাপ্ত হরপ্পা-মহেঞ্জদারো।

এমন উদাত্ত আহ্বানে দাও যদি সাড়া
অশ্রুজলে ভেজাবোনা বিজয়ের পথ-
দোয়া করি তুমি আরো হও সৎ
দিগ্বিজয়ী এবং মহৎ।

(২)

কবিতার নায়ে তুলি পাল

থমকে থমকে চলে খেয়া
কোথা হতে শুরু- গন্তব্য কোথায় জানা নেই,
শুধু জানি গতি - যেতে হবে...
ফেলেছি নোঙ্গার কতো খাল, বিল, হ্রদে
পুঁজি শুধু কবিতার পান্ডুলিপি
তাই কবিতার নায়ে তুলি পাল;
যদি জাগে চর কিংবা ওঠে ঝড়
শেষ অভিযানে
হৃৎপিন্ড খুঁড়ে বানাবো বহতা নদী।

পালে যদি না লাগে হাওয়া
শেষ নিঃশ্বাস বায়ু ফুঁকে দিব তাতে
চলো চলো কবিতার নাও- চলো দ্রুত
অনাদর, অবহেলা আর নয়

এতোদিনে হয়ে গেছে ঢেঢ়-
পাতালের যে গুপ্ত নগরী- ডুবুরী এখনো
পায়নি সন্ধান
নিয়ে চলো অজানা গ্রহের দ্বারে-
যেকানে থাকেনা অকল্যান, ঝরেনা রক্তপাত
নিয়ত কাঁদেনা সত্যবাণীঃ
কবিতার নাও আমি চাইবোনা ধন, মান, রাজাসন-
পানপাত্র কিংবা অসূর্যস্পশ্যা নারীর
বিচিত্র কামকেলি।

কিছু ফুল দিও- দিও সবুজাভ তৃণলতা
লিখার জন্য দিও কাশফুল রঙের কাগজ-
ঘাসের চূড়ার মতো সুতীক্ষ্ণ কলম।

কবিতার নাও বোরাকের গতি নিয়ে চলো,
যাত্রীসব নিদ্রাহীন ফেলে অশ্রুজল
ওদের চরম বন্ধু তুমি- তমসার বাতিঘর,
আলো নিয়ে এসো স্বাতী।
যাত্রাকালে কী রসদ রেখেছো ভাঁড়ে
কোথায় ছন্দের দোল- অক্ষর, মাত্রা, স্বর-
নিয়ে এসো ইয়ুহুদী মেনুইন
বাতাসে মিশিয়ে দাও সঙ্গীতের ক্লাসিক প্লাবণ
যেখানে সন্ত্রাস, ধর্ষণের দানবতা নেই
নিয়ে যাও সেই স্বর্গোদ্যানে।

অন্যায়ের কোলে আদিম পিটুনী খেয়ে
সীমারের কারবালা কাঁদে
যুগের উত্তপ্ত গ্রহে-
চৌদিকে ফেলেছে ঘিরে
ঘন পুঁজ রক্তনদী,
কবিতার নাও এইসব স্বর্গ-শিশু
মাতৃস্নেহে তুলে নিও বুকে।

বয়ে যাও নূহের পানসি
পূণ্যবাণ যাত্রী নিয়ে-
যারা জানে শেকড়ের মুল,
সততার বৃক্ষ থেকে-
পান করে সুরভিত পুস্পের নির্যাস,
হতে চায় মৃত্যুঞ্জয়ী।

বর্ষা

দেওয়ান আবদুল বাসেত

বর্ষাভেজা কদম ফুলে
স্বপ্ন আমার উঠছে দুলে।

বর্ষাভেজা কাদায় লুটায়
মনটি আমার বন্দি খুটায়
বর্ষা তবু কদম ফুটায়।

বৃষ্টি আমায় স্বপ্ন দেখায়
বাধ্য করে ছড়া লেখায়।

মুষলধারে বৃষ্টি নামে
আম কাঠালের খুশবু খামে
দুর প্রবাসে কিন্‌ছি তাকে
ছন্দ মাত্রা ছড়ার দামে।

১জুলাই,২০০৫ইং
১৬আষাঢ়১৪১২বাঙলা
রিয়াদ, সউদীআরব।

সমাপ্তিতে পাঠকদের আহ্বান করবো আপনারা আগামী শরৎ সংখ্যা **সময়ের আইকন** এর জন্যে লেখা পাঠান।....সম্পাদক। **E-mail: marupalash@yahoo.com

*****